অতি জরুরি

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

বিষয়ঃ 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮' এর খসড়া ও বিজ্ঞপ্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮' এর খসড়ার বিষয়ে মতামত/মন্তব্য প্রদানের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮' এর খসড়া এবং এতদসঙ্গে সংযুক্ত বিজ্ঞপ্তিটি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০৭ পাতা।

২১.১.১৮
(স্মৃতি কর্মকার)
উপ সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৪৪১
dslaw@molwa.gov.bd

যুগ্ম-সচিব (আইসিটি)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ইউ.নোট নং-৪৮.০০.০০০০.০০৭.৩৩৬ (অংশ-১).১৮-৩৫ তারিখঃ ২১/০১/২০১৮খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২। অফিস কপি।

বিজ্ঞপ্তি

'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮' এর খসড়া মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.molwa.gov.bd এ প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত খসড়া আইনের বিষয়ে মতামত/মন্তব্য থাকলে আগামী ০৮/০২/২০১৮ তারিখের মধ্যে উহা dslaw@molwa.gov.bd এই ই-মেইলে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২১.১.১৮

স্মৃতি কর্মকার
উপ-সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮-এর খসড়া

বিল নং ২০১৮

The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order 94 of 1972) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত

বিল

যেহেতু The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (President's Order 94 of 1972) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাপূর্বক উহা রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়ন করা আবশ্যক এবং

যেহেতু মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণ সাধনকল্পে ইতঃপূর্বে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মের ধারাবহিকতা রক্ষার্থে আইন পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—

(১) এই আইন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা" অর্থ যে সকল মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতাযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের কারণে বীরশ্রেষ্ঠ অথবা বীরউত্তম অথবা বীরবিক্রম অথবা বীরপ্রতীক খেতাব পাইয়াছেন;

(২) "চেয়ারম্যান" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৩) "ট্রাস্ট" অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট;

(৪) "ট্রাস্টি" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য;

(৫) "তহবিল" অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিল;

(৬) "নির্বাহী কমিটি" অর্থ এই আইনের ধারা ১০-এর উপ-ধারা ১-এর অধীন গঠিত নির্বাহী কমিটি;

(৭) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত।

(৮) "পরিবার" অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার;

(৯) "পঙ্গুত্ব" অর্থ যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধার আহত হওয়ার মাত্রা;

(১০) "প্রবিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধি;

(১১) "বীর মুক্তিযোদ্ধা" অর্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়া ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের যেসকল বেসামরিক নাগরিক এবং সশস্ত্র বাহিনী, গণবাহিনী ও অন্যান্য স্বীকৃত বাহিনী, পুলিশ, ই.পি.আর. নৌ কমান্ডো, আনসার বাহিনীর সদস্য যাহারা বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা এবং নিম্নরূপ বাংলাদেশের নাগরিকগণও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে গণ্য হইবেনঃ

(ক) যেসকল ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতের বিভিন্ন ট্রেনিং/প্রশিক্ষণক্যাম্পে নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন;

(খ) যেসকল বাংলাদেশি পেশাজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অবদান রাখিয়াছিলেন এবং যেসকল বাংলাদেশি নাগরিক বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখিয়াছিলেন;

(গ) যাঁহারা মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অধীনে কর্মকর্তা/কর্মচারী/দূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন;

(ঘ) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) সহিত সম্পৃক্ত এম.এন.এ.গণ MNA (Member of National Assembly) ও এম.পি.এ.গণ MPA (Member o Parliamentary Assembly) যাঁহারা পরবর্তীকালে গণপরিষদের সদস্য MCA (Member of Constituent Assembly) হিসাবে গণ্য হইয়াছেন;

(ঙ) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাহাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিতা নারীগণ (বীরাঙ্গনা);

(চ) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কলাকুশলীরা এবং দেশ ও দেশের বাহিরে দায়িত্ব পালনকারী বাংলাদেশি সাংবাদিকগণ;

(ছ) স্বাধীনবাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড়বৃন্দ; এবং

(জ) মুক্তিযুদ্ধকালে আহত মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী মেডিক্যাল টিমের ডাক্তার, নার্স ও সহকারীরা;

তবে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সর্বনিম্ন বয়স সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(১২) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(১৩) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৮ এ উল্লিখিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(১৪) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৫) "মুক্তিযুদ্ধ" অর্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধ;

(১৬) "যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা" অর্থ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধে আহত হওয়া মুক্তিযোদ্ধা, যাঁহার শরীরের এক অথবা একাধিক অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে;

(১৭) "শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা" অর্থ একজন মুক্তিযোদ্ধা যিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন;

(১৮) "সুবিধাভোগী" অর্থ।—

(ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁর অবর্তমানে স্ত্রী/স্বামী, স্ত্রী/স্বামীর অবর্তমানে পিতা/মাতা, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতার অবর্তমানে পুত্র/কন্যাগণ, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতা/পুত্র/কন্যাগণের অবর্তমানে ভাই/বোন;

(খ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁর অবর্তমানে স্ত্রী/স্বামী, স্ত্রী/স্বামীর অবর্তমানে পিতা/মাতা, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতার অবর্তমানে পুত্র/কন্যাগণ, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতা/পুত্র/কন্যাগণের অবর্তমানে ভাই/বোন;

(গ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁর অবর্তমানে স্ত্রী/স্বামী, স্ত্রী/স্বামীর অবর্তমানে পিতা/মাতা, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতার অবর্তমানে পুত্র/কন্যাগণ, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতা/পুত্র/কন্যাগণের অবর্তমানে ভাই/বোন;

(ঘ) শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী/স্বামী, স্ত্রী/স্বামীর অবর্তমানে পিতা/মাতা, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতার অবর্তমানে পুত্র/কন্যাগণ, স্ত্রী/স্বামী/পিতা/মাতা/পুত্র/কন্যাগণের অবর্তমানে ভাই/বোন;

(১৯) "সভাপতি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত নির্বাহী কমিটির সভাপতি;

দ্বিতীয় অধ্যায়
মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণ

৩। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যান সাধন।—

(১) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে সম্মানিভাতা, উৎসবভাতা অথবা অন্য কোনো নামে অন্য কোনো ভাতা অথবা সম্মানি অথবা অন্য কোনো সুবিধা প্রদানে কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(২) নূতন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, চেতনা জাগ্রতকরণ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) বাস্তবায়নের কার্যক্রম এই আইনের অধীনে প্রনীত বিধি ও নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।